গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস, এপিএ ও সুশাসন শাখা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনার আওতায় বিআরটিসি'র সেবা সংক্রান্ত গণশুনানির কার্যবিবরণী :

সভাপতি	: এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী সচিব
সভার তারিখ	: ২৯.১১.২০২৩
সভার সময়	: বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	: বিআরটিসি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি গণশুনানীর কার্যক্রম শুরু করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গণশুনানি আয়োজনের গুরুত্ব সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সকলকে তাদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি/পরামর্শ সভায় উপস্থাপন করার অনুরোধ করেন, যাতে সেবা প্রদান পদ্ধতির ঘাটতি ও ভুলত্রুটিসমূহ দূর করে বিআরটিসি প্রদত্ত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার মান আরও উন্নত করা যায়; এবং সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। অতঃপর সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে তাঁর সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

০২. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০২১ সালের পূর্বে বিআরটিসি একটি লোকসানী প্রতিষ্ঠান ছিল। নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সংস্থাকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়েছে। পূর্বে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ৩-৪ মাসের বেতন বকেয়া থাকলেও মাসের ১ তারিখে নিয়মিত বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়। এছাড়া কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সারা দেশে বিআরটিসি বাসে শিক্ষার্থীদের জন্য অর্ধেক ভাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৮ সালের পর বিআরটিসিতে নতুন গাড়ী সংযোজন হয়নি। ২০২১ সালে ৯০০ সচল বাস ছিল, বর্তমানে ১২১৯টি বাস সচল আছে। কল্যাণপুর বাস ডিপোর বাসে ফ্যান প্রতিস্থাপনের জন্য ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু আছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রকাশিত বই দিয়ে বঙ্গবন্ধু ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী চালু করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এই লাইব্রেরীতে বসে ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারবে। তিনি তাঁর কার্যালয়ের প্রদত্ত নাগরিক, প্রতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সেবাসমূহ সম্পর্কে কারও কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা সভায় উপস্থাপন করার আহ্বান জানান এবং সেবার মানোন্নয়নে সভাপতি মহোদয়কে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

০৩. সভাপতি তাঁর বক্তব্যে জানান যে, ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু বিআরটিসিকে শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। বঙ্গবন্ধুর বিআরটিসি'র প্রতি অনেক অবদান রয়েছে। বর্তমান চলমান অবরোধে যাত্রী সাধারণের চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বিআরটিসি'র ৪০০ বাস চলছে। গাড়ীর ক্ষতির আশঙ্কা সত্ত্বেও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। চট্টগ্রামে ১০টি স্কুল বাস দিয়ে স্মার্ট স্কুল বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। কক্সবাজারে নতুন রুট চালু করা হয়েছে। অতঃপর সভায় উপস্থিত সুধীজনের নিকট **বিআরটিসি'র** সেবা কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশ্ন বা পরামর্শ আহ্বান করা হলে নিম্নরূপ প্রশ্ন, পরামর্শ ও মন্তব্য পাওয়া যায় :

ক্রম	বক্তব্য উপস্থাপনকারী	উপস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য
০১	জনাব ফেরদৌস খান ভাইস চেয়ারম্যান রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।	SERVICE কথাটির একটি ব্যাখ্যা আছে, যা শুধু সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ নয় বরং সেবা নিশ্চিত করাসহ সেবার মান উন্নয়ন করা বোঝায়। এই বিষয়টি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান বিআরটিসি শুধুমাত্র সেবা প্রদান করে না বরং সেবার মান উন্নয়নসহ নতুন নতুন সেবা প্রদান করছে। যেমন স্কুল বাস সার্ভিস, পর্যটক সার্ভিস, মহিলা বাস সার্ভিস ইত্যাদি।
০২	অনিক হাসান ছাত্র, ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়	পূর্বে বিআরটিসি'র লালবাস লক্করঝক্কর ও বেহাল দশায় ছিল, বর্তমানে গুনগতমান উন্নত হয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বহনকারী বিআরটিসি বাসগুলোতে GPS tracker বসানো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সরবরাহের অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি বিআরটিসি বাসগুলো যেন সময়সূচী শতভাগ অনুসরণ করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার অনুরোধ করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে VTS লাগানো হবে, AC বাস দেয়া যায় কিনা এই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এই প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন "Amader BRTC" এ্যাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের সময়সূচি প্রকাশ করলে বাসের সময়সূচি সংক্রান্ত জটিলতা অনেকাংশে দূর হবে।
০৩	জনাব শাহজাহান, কল্যাণপুর	কল্যানপুর বাস ডিপোর মার্কেটটি জরাজীর্ণ, অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। এটি সংস্কার করা যায় কিনা? কল্যানপুর ডিপোর বাসগুলির রং নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলি রং করা প্রয়োজন। এছাড়া ড্রাইভার, সুপারভাইজারদের আচরণগত সমস্যা আছে। এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি এই প্রসঙ্গে বলেন যে কল্যাণপুর বিআরটিসিতে একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে। সে কারণে রাস্তার পাশের জায়গায় বর্তমানে যে সকল দোকানপাট আছে তা ভেঙ্গে ফেলা হতে পারে। তাই বিআরটিসি এই সকল দোকানের ব্যবসায়ীদের সাথে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে না। বাসের রং করার বিষয়ে তিনি জানান ইতোমধ্যে ৬০-৭০ শতাংশ গাড়ী ডেন্টিং ও পেইন্টিং করা হয়েছে। ড্রাইভার ও হেলপারদের আচরণগত সমস্যা পরিবহন সেক্টরে একটি দীর্ঘ দিনের বিড়ম্বনা। বিআরটিসি গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি বিবেচনা করছে। ইতোমধ্যে অনেক ড্রাইভার ও হেলপারদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য ৫ দিনের Motivational প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সুশৃঙ্খল সেবা প্রদানের জন্য চালক ও সহকারীদের পোষাক ও আইডি প্রদানের বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন।

০৪	জনাব শিমুল খান মিডিয়া কর্মী	মাঝে মাঝে দেখা যায় বিআরটিসি'র ড্রাইভাররা গাড়ী চালনার সময় সড়কে একে অপরের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে সড়ক দূর্ঘটনার আশংকা দেখা যায়। যে সকল চালক গাড়ীর গতিবেগ সঠিক রাখে না এবং এই রূপ প্রতিযোগিতা করে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য হটলাইন নাম্বার দেয়া যেতে পারে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান সড়ক, মহাসড়কে গাড়ী চালনায় ড্রাইভারদের প্রতিযোগিতা এখন অনেকাংশে কমে এসেছে। এই মাত্রা আরো কমানো হবে। বিআরটিসি'র বিষয়ে তাৎক্ষণিক অভিযোগ করার জন্য হটলাইন নাম্বারের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া কোন ভূক্তভোগী বিআরটিসি'র সেবা গ্রহণে অসন্তুষ্ট হলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ করতে পারে।
০৫	জনাব সিলমিয়া পারভেজ শিক্ষার্থী	এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বিআরটিসি বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, প্রতিক্ষাকাল কমানো ও বাস বাড়ানো যায় কিনা?	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ৮টি বাস দিয়ে শুরু হলেও এখন ১৪টি বাস চলাচল করছে। প্রতিক্ষাকাল হ্রাসের জন্য ট্রাফিক বিভাগের সাথে সমন্বয় করে যানজট পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যানজট নিয়ন্ত্রণে আসলে প্রতিক্ষাকাল কমে যাবে। সচিব মহোদয় বলেন, যাত্রী সেবার মান উন্নয়নে চালকদের রাস্তার লেন অনুসরণ করে গাড়ী চালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
০৬	জনাব রেহেনা পারভীন জোয়ারসাহারার প্রশিক্ষণার্থী	SEIP প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ করেন। তিনি আরো জানান প্রশিক্ষণ শেষে লাইসেন্স পেতে অনেক সময় দেরী হয়।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান SEIP প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই প্রশিক্ষণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। তবে যতদূর জানা যায় ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানে বোর্ড কম বসার কারণে লাইসেন্স পেতে প্রশিক্ষণার্থীদের দেরী হয়। বিষয়টি দ্রুত সুরাহা করা হবে। সচিব মহোদয় বলেন ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য কখনো অর্থের বিনিময়ে দালালের শরনাপন্ন না হওয়াই উত্তম। ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে ইচ্ছুক লাইসেন্স প্রাপ্তির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে পারেন। বর্তমানে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়। লাইসেন্সের হার্ডকপি পেতে দেরী হলে মোবাইলে প্রাপ্ত সফটকপি ব্যবহার করা যাবে।

০৭	জনাব হাসানুল করিম যুগ্ম সম্পাদক বাস-ট্রাক কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, ঢাকা	মহিলা যাত্রীদের সংরক্ষিত আসনে পুরুষদের বসতে দেখা যায়। এছাড়া বাসে মহিলা যাত্রীদের সিট সংরক্ষিত আসন হিসাবে বাসের অভ্যন্তরে কোথাও লেখা থাকে না। এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির গতি বাঁক নেয়ার সময় বেশী থাকে বিধায় অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তিনি আরো জানান চলমান অবরোধে বিআরটিসি বাস ঢাকা হতে বগুড়া, চলাচল করছে না।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান মহিলা যাত্রীদের সংরক্ষিত আসনে যেন মহিলারা বসতে পারে সে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। এক্সপ্রেসওয়েতে অধিক গতিতে গাড়ী চালনার জন্য দায়ী চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চলমান অবরোধে বগুড়া এবং রংপুরে বিআরটিসি'র ট্রাক নিয়মিত চলাচল করছে। এখানে উল্লেখ্য, নভেম্বর, ২০২৩ মাসে সর্বোচ্চ সার পরিবহন বিআরটিসি করেছে। অবরোধের কারণে যাত্রী কম থাকার কারণে ট্রিপ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বগুড়া ও রংপুরে বাস চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৮	জনাব সাগর খান যাত্রী, পাচদোনা, নরসিংদী	পাঁচদোনা রুটে নতুন গাড়ি দেয়ার অনুরোধ করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান নতুন গাড়ী সংযোজন হওয়ার পর প্রশ্নকর্তার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
০৯	জনাব অনিক বিশ্বাস যাত্রী	ভারত-বাংলাদেশ রুটের কমলাপুর বাস ডিপোতে যাত্রীদের ওয়েটিংরুম বা অপেক্ষাগার আন্তর্জাতিক মানের না। ওয়েটিংরুমে ওয়াশরুম ও বসার ভাল ব্যবস্থা করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান ওয়েটিংরুমটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের করার জন্য দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। আশা করা যায় শ্রীঘ্রই ওয়েটিংরুমটি আন্তর্জাতিক মানের করার জন্য সংস্কারের কাজ ঠিকাদার শুরু করবে।
১০	জনাব নাসিরুন আক্তার যাত্রী, জোয়ারসাহারা, ঢাকা	ভিকারুননেসা কলেজে ছাত্রীদের আনা নেয়ার জন্য ২টি বাস চলে। এই বাসগুলি রং করা প্রয়োজন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান ঢাকায় চলাচলরত বিআরটিসি স্কুল বাসসমূহ দ্রুত ডেন্টিং এবং পেইন্টিং করা হবে।
১১	জনাব আসাদুজ্জামান সাবেক ঠিকাদার	প্রশ্নকর্তা বাসের সময় সূচি ঠিক রাখার অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি বিআরটিসি পরিবহনে দক্ষ সুপারভাইজার নিয়োগের আহ্বান জানান।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান ২০০৬ সালের পর বিআরটিসি বাসে কন্ট্রাক্টর নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। বর্তমানে ৩৪টি গাড়ী ইজারায় থাকলেও ভবিষ্যতে আর কোন বাস ইজারা প্রদান করা হবে না।
১২	জনাব মকবুল হোসেন প্রতিবন্ধী	জনাব মকবুল জানান, তিনি বিআরটিসি'র ২টি বাস লিজ নিয়ে পরিচালনা করছেন। বাস পরিচালনা সময় অন্য পরিবহন ও পুলিশ ঝামেলা করে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান পূর্বে অন্য পরিবহনের মোটর শ্রমিক বিআরটিসি বাস চলাচলে সমস্যা করত। বর্তমানে এই সমস্যা নেই এবং মালিক সমিতি বিআরটিসিকে সহযোগিতা করছে।

১৩	জনাব জাহাঙ্গীর আলম খান সহ-সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ট্রাক কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি।	হাতিরঝিলে অবৈধ যানবাহন চলাচল করে জ্যাম সৃষ্টি করছে। তিনি হাতিরঝিলে বিআরটিসি পরিবহন সেবা প্রদানের অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি Heavy Driver প্রশিক্ষণ দেয়ার অনুরোধ করেন।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান দেশে এবং বিদেশে Heavy Motor Driver এর অনেক চাহিদা। এই বিষয়টি বিবেচনা করে বিআরটিসি প্রশিক্ষণের জন্য ৩০ টি বড় গাড়ি ও ১০০ ট্রেনিং গাড়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ক্রয় করেছে। আরো ২০টি গাড়ি পরিবহন পুল হতে নেয়ার পরিকল্পনা আছে। এছাড়া বিআরটিসি'র প্রত্যেক ডিপোতে Training Yard করা হবে। হাতিরঝিলে বাস পরিচালনার জন্য রাজউকে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

০.৪ জনাব সীমা রানী সরকার, পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর রিজিয়ন গণশুনানীতে উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশ পুলিশ জনসেবায় দায়বদ্ধ। হাইওয়েতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হরতাল সত্ত্বেও ৬ রুটে গাড়ির চাকা সচল রাখতে হাইওয়ে পুলিশ নিরবচ্ছিন্ন কাজ করছে। পুলিশের সেবা প্রাপ্তিতে কোন সমস্যা হলে Hello apps ও ৯৯৯ এ অভিযোগ করা যাবে। এছাড়া তিনি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পুলিশের সহযোগিতা নেয়ার অনুরোধ জানান।

০.৫ ড. এম এম সালেহ উদ্দিন, গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ গণশুনানীতে উল্লেখ করেন যে, বিআরটিসি'র প্রতি সরকারের সুদৃষ্টি রয়েছে। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদিচ্ছার কারণে বিআরটিসি আজ বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। বিআরটিসি জনগণের গাড়ী বিধায় যে কোন অবস্থায় এই গাড়ীগুলোতে অগ্নিসংযোগ কাম্য নয়। এ গাড়ী দেশের সকল জনগণের সম্পদ, এগুলোকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

০.৬ ড. অনুপম সাহা, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বিআরটিসি গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারী সকলকে গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে গণশুনানীতে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা দ্রুত পরিপালন করা হবে।

০.৭ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় বিআরটিসি'র যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন এবং ড্রাইভার ও হেলপারদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য আরো Motivational প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে অনুরোধ করেন। বিআরটিসি বাসসমূহ পরিস্কার রাখা এবং ডেন্টিং ও পেইন্টিং নিয়মিতভাবে করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

০.৮ অতঃপর আর কোন বিষয়/প্রশ্ন/পরামর্শ না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গণশুনানির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

: এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০১৩.২৩.১৮৫

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
০৭ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ।

৩) প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।

৪) নির্বাহী পরিচালক , ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ।

৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।

৬) অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।

৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড।

৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ঢাকা বিআরটি)।

৯) পুলিশ সুপার, ঢাকা।

১০) ড. এম এম সালেহ উদ্দিন, গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ , ঢাকা।

১১) একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১২) একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৩) নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ প্রোগ্রাম ম্যানেজার)

১৪) সভাপতি, ঢাকা আহ্‌সানিয়া মিশন, বাড়ী-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

১৫) পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।

১৬) নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, ৬৩/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা।

১৭) জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

১৮) সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা।

১৯) মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।

২০) সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।

২১) সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।

২২) চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।

২৩) মহাসচিব, বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন, তেজাগাঁও, ঢাকা।

২৪) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি. নং ২৪১৫, মহাখালী, ঢাকা।

২৫) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ৪৯৪, ৪৭ টয়নবী সার্কুলার রোড, ঢাকা।

২৬) সমন্বয়ক, রোড সেফটি অ্যালায়েন্স ,বাংলাদেশ, সাগুফতা মোড়, বাড়ি-৬৬/৩, ব্লক-ডি, এভিনিউ-২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

২৭) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েব সাইটের শুদ্ধাচার সেবাবক্সে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

মুহাম্মদ কামরুল হাসান
উপসচিব